দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08 MAR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

৭

শিক্ষাঙ্গন

ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব

আমাদের দেশে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত স্কুল-কলেজে সব বিষয়ে ইংরেজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। ১৯৩৯ সাল থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম প্রবর্তন করা হয়। সে আমলে প্রাইমারীতে কোন ইংরেজী ছিল না। তবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত দেশের প্রতিটি মহকুমায় ১৫/২০টি এমই স্কুল, এমই মাদ্রাসা এবং বিশেষ বাংলা শিক্ষাদানের জন্য এমভি স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাধ্যতামূলকভাবে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হতো। প্রথমোক্ত দু'টি বিদ্যালয়ে এমনিভাবে ছাত্রদেরকে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হতো যে, তারা ঐ দু'টি বিদ্যালয় পাস করে ইংরেজীতে রচনা ও চিঠি লিখতে ও পড়তে পারতো। অতঃপর তারা মেট্রিক পরীক্ষায় ইংরেজীতে দক্ষতার পরিচয় দিতো। কেউ কেউ ইংরেজীতে লেটার মার্কস পেয়ে পেতো। এমভি স্কুলগুলোতে এমনিভাবে বাংলা ও অংক শিখানো হতো।

আজকাল ইংরেজী বাংলা দু'টিরই শিক্ষাদানের অভাব রয়েছে। তাই দেখা যায়, বিএ ও এমএ পাস করে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী দু'টি লাইন শুদ্ধ করে লিখতে ও পড়তে পারে না। অথচ তাদের বড় বড় ডিগ্রী রয়েছে।

আজকাল বিএতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার কথা উঠেছে। অথচ প্রাইমারী থেকে আইএ, পর্যন্ত ইংরেজী বাধ্যতামূলক থাকলেও ঐ সব শ্রেণীতে কি সত্যকারভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে? আমরা বলছি, ঐ সব শ্রেণীতে মোটেই ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। তা হলে বিএ ও এমএ-তে ইংরেজী প্রবর্তনের দাবী উঠতো না। ইংরেজীর অবনতির জন্য সিলেবাসই দায়ী। ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাস থাকায় ইংরেজীর আজ এ দশা।

ভাষা শিক্ষার মূল হচ্ছে, গ্রামার। গ্রামার না শিক্ষলে কেউই কোন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক থেকে আইএ পর্যন্ত গ্রামার থাকলেও বিএ, এমএ পাস করেও ছাত্র ছাত্রীদের পদ পরিচয়ের জ্ঞান-গুণ হল না। ইংরেজী শিখতে হলে, ইংরেজীতে অবশ্যই পদ শিখতে হয়।

তাই যারা স্কুল কলেজে দিয়ে ইংরেজী শিখছে, তারা মুখস্থ করে ও নকলের জোরেই ইংরেজী শিখে নিচ্ছে। অবশ্য ২/৪ জন মেধার জোরে ইংরেজী শিখে নিচ্ছে। এদের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের ইংরেজীর এ দশার অবসান ঘটাতে হবে। তা না করলে, ভবিষ্যতে বংশধরদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা কলংকময় অধ্যায়ে রূপ নেবে।

সুতরাং প্রাইমারী থেকে এমএ পর্যন্ত মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির প্রয়াস চালানো একান্ত অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি।

—এম. এ. বশীর